সংবাদ

তারিখ 19 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মানসম্মত বেসরকারি মডেল স্কুল

খবরে প্রকাশ, দেশের মানসম্মত স্কুলগুলোর ওপর শিক্ষার্থীদের অস্বাভাবিক চাপ কমাতে এবং উপজেলা পর্যায়ে মানসম্মত মডেল ছড়িয়ে দিতে সরকার ৩২৬টি উপজেলায় বেসরকারি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী দু'বছরের মধ্যে ২১০টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই ৬০টি উপজেলায় মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হবে। যেসব উপজেলায় মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেসব উপজেলায়ই প্রাথমিক পর্যায়ে এসব মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত গত বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশা করব এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সবাই তৎপর হবেন।

দেশে সর্বস্তরে শিক্ষার মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের স্কুলেই নানা ধরনের সমস্যা। সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষক সমস্যা থাকার কথা না থাকলেও নিয়োগ-বদলি অনেক সময়েই শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করে। ফলে সব সরকারি স্কুলকে মানসম্মত বলা চলে না। এসবের সুযোগ নিয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় শহরে বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা কিছুসংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল এখন নামিদামি স্কুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। প্রতি বছরের শুরুতে এসব স্কুলে ভর্তির জন্য রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধ বেধে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত। দেশের শিক্ষানীতির সুযোগে সারাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসবের বেশিরভাগই আবার শহরকেন্দ্রিক। ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ নেই বললেই চলে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শহর-গ্রামের বৈষম্য দিন দিন বাড়ছেই। উপজেলা পর্যায়ে ৩২৬টি মানসম্মত স্কুল প্রতিষ্ঠা এ বৈষম্য কমাতে প্রথম পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, উপজেলা সদরের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত কোন একটি বেসরকারি স্কুলকে মডেল স্কুল হিসেবে রূপান্তরিত করা হবে। মডেল স্কুল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমত স্কুলের লেখাপড়ার মানের বিষয়টি উপজেলা সদরের মধ্যে সেবার স্বীকৃতি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো অনুযায়ী সব শিক্ষকের এমপিওভুক্তি (মাছুলি পেমেন্ট অর্ডার) থাকতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে। কোন উপজেলায় একাধিক 'মানসম্মত' স্কুল থাকলে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনা হতে পারে। নির্বাচিত হওয়ার পর মডেল স্কুলে উপজেলার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। রূপান্তরের জন্য সরকারের আর কী অবদান থাকতে পারে তা এখনও পরিষ্কার করে বলা হয়নি। আশা করা যায়, একবার মডেল স্কুল হিসেবে চিহ্নিত করার পর যেসব উন্নয়ন করা হবে তা যেন 'সাসটেইনেবল' হয় তার ব্যবস্থা করা হবে এবং অন্তত তিন বছর স্কুলটির অগ্রগতি মনিটর করা হবে। সরকারের এ উদ্যোগের আমরা সাফল্য কামনা করি।